শৈলকুপা থানায় ১৪ ঘণ্টা সাংবাদিককে আটক রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর একটি হত্যা মামলায় অজ্ঞাত আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ।

রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাত ১২টার দিকে উপজেলার গাড়াগঞ্জের বড়দা ব্রিজ এলাকা থেকে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়। রোববার দুপুর ২টা পর্যন্ত তাকে শৈলকুপা থানার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় আটকে রাখার কোনো কারণই জানায়নি পুলিশ। ওই সাংবাদিকের পরিবারের দাবি, ১৪ ঘণ্টা আটকে রাখার পর কেন বা কী উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হলো তা স্পষ্ট নয়। অথচ সংঘর্ষে হত্যার শিকার মোহন শেখ তার চাচাতো দাদা হন।

আশরাফুল ইসলাম বাংলা এডিশনের ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি এবং ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শৈলকুপা উপজেলার মাধবপুর গ্রামের আক্কাচ আলীর ছেলে। পূর্বে তার নামে কোনো মামলা নেই বলে জানিয়েছে শৈলকুপা থানার পুলিশ।

আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী শান্তা খাতুন বলেন, শনিবার রাতে তার স্বামী আশরাফুল ইসলাম স্ত্রীর বাবার বাড়ি ব্রাহিমপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এ সময় রাত ১২টার দিকে মোবাইল ফোনে কল দিয়ে বড়দা ব্রিজ এলাকায় ডেকে আনেন শৈলকুপা থানার এসআই তরিকুল ইসলাম। থানার ওসি ওই সাংবাদিকের সঙ্গে চা খাবেন জানিয়ে তাকে শৈলকুপা থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে থানায় তাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা আটক রাখা হয়।

আশরাফুলের বাবা আক্কাচ আলী বলেন, “আমার ছেলে পেশায় একজন সংবাদকর্মী। সে দীর্ঘদিন ধরে জেলা শহরে বসবাস করে আসছে। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকলেও পুলিশ তাকে থানায় ১৪ ঘণ্টা আটকে রেখে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। আমার ছেলে নিরপরাধ। যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সেই মামলার বাদী আমার আপন

চাচাতো ভাই। যিনি হত্যার শিকার হয়েছেন, তিনি আমার ছেলের আপন চাচাতো দাদা। আমার ছেলেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।”

মামলার বাদী মোহন শেখের ছেলে হারুন অর রশিদ বলেন, “গত ২৩ এপ্রিল সকালে আমার বাবাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় ৪২ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করি। অথচ রোববার দুপুরে সেই মামলায় আমার আপন চাচাতো ভাতিজা আশরাফুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আমার বাবা হত্যার ঘটনায় ভাতিজা জড়িত নয়। ষড়যন্ত্র করে তাকে ফাঁসানো হচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “আমার ভাতিজা সাংবাদিকতা করে, জেলা শহরে থাকে। সে হত্যার সঙ্গে জড়িত নয় এ কথা জানালেও পুলিশ তাকে আদালতে পাঠিয়েছে।”

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, “একটি মামলার ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আশরাফুল ইসলাম নামের ওই ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছিল। এখন তাকে সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।” কী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্নে ওসি বলেন, “আদালতে খোঁজ নিয়ে মামলার বিবরণ জেনে নিন।”

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাংবাদিক আশরাফুল ইসলামকে যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, নিহতের সঙ্গে তার নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। মামলার এজাহারে নাম না থাকার পরও তাকে গ্রেপ্তার এবং স্বয়ং বাদীর আপত্তির বিষয়টি পুলিশের পেশাদারিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই ঘটনাকে ‘আইনের অপপ্রয়োগ’ হিসেবে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, স্বাধীন সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করতেই এই নাটকীয় গ্রেপ্তারের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলার সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। তারা অবিলম্বে ওই সাংবাদিকের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য ও পেশাগত দায়বদ্ধতা অপরিহার্য

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম বলেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার যেমন কোনো বিকল্প নেই, তেমন একটি সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য ও পেশাগত দায়বদ্ধতাও অপরিহার্য।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত “গণমাধ্যমের অপসাংবাদিকতা রোধ এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন” বিষক দিনব্যাপী কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সারাদেশে সাংবাদিকদের ডাটাবেইসের কাজ চলছে। যাতে করে সাংবাদিকরা তাদের অধিকার পেতে পারে।

কর্মশালায় জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অর্ধ শতাধিক সাংবাদিক অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আবদুল্লাহ আল মাসুদ। বক্তব্য দেন প্রেস কাউন্সিলের সচিব আব্দুস সবুর, মেহেরপুর পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

সাংবাদিকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, স্টার টিভির ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মাই টিভি প্রতিনিধি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, তোফায়েল হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে বিচারপতি এ কে এম আব্দুল হাকিম কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টফিকেট তুলে দেন।

সবার সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে মেহেরপুর

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, সবার সহযোগিতা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব এবং মেহেরপুরবাসীকে ভালো রাখার জন্য কাজ করবো।

তিনি বলেন, অনেকেই অভিযোগ করেছেন ট্যাগ অফিসাররা সহযোগিতা করতে পারছেন না। তবে এই ক্ষেত্রে ট্যাগ অফিসারদের পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ট্যাগ অফিসাররা তথ্য দিলে ম্যাজিস্ট্রেটরা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আমি নিজেও মাঠে গিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারি কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করাই আমাদের দায়িত্ব এবং এ ক্ষেত্রে আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল।

সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, তুহিন অরণ্য, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন এবং কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম বলেন, মেহেরপুর একটি ছোট জেলা হলেও সমস্যার শেষ নেই। তেলের সংকট ও শিক্ষার অব্যবস্থাপনা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন অরণ্য বলেন, মেহেরপুরে বাল্যবিবাহের হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন, মোটরসাইকেলের জ্বালানির পাশাপাশি কৃষি কাজেও তেলের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন বলেন, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্সের হারও বাড়ছে। এই সামাজিক অবক্ষয় রোধে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা দরকার।

কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, তেল সংকটের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট বাণিজ্য নিয়ে অভিযোগ রয়েছে, যা গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন।

মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যমকর্মীরা অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ, জেলার জ্বালানি সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

সাংবাদিক-লেখকদের চ্যালেঞ্জ, রাষ্ট্রের দায়

শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সাংবাদিক-লেখকদের মুক্তমত-চর্চা অবদমনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। কালে কালে মুক্তমত প্রকাশ করার জন্য, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কলম ধরার জন্য লেখকরা নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হয়ে যাচ্ছেন।

সব সময় শাসকগোষ্ঠী মনে করেছে, গণমানুষ প্রশ্ন করা শিখলে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কমে যাবে। শাসক শ্রেণির ভয়টা মূলত এখানেই। তারা কখনোই চায় না দেশের বৃহত্তর জনগণ সত্য অন্বেষণ করতে শিখুক। তাই সাংবাদিক ও লেখকরা যখনই সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল প্রবণতাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তখনই কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার কাঠামো কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। লেখক ও গণমাধ্যমকর্মীদের

কণ্ঠরোধ করার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে রাষ্ট্র, প্রয়োজনে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেছে সরকার।

এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ আইসিটি অ্যাক্টের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। এই অ্যাক্টের আওতায় বিগত এক দশকে বেশ কয়েকজন লেখক-সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে, ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘নানা-ধরনের’ অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে লেখক, শিল্পী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অসংখ্য মানুষকে। স্মর্তব্য যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তারকৃত লেখক মুশতাক আহমেদ কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। সর্বশেষ গ্রেফতার হওয়া সাংবাদিক আনিস আলমগীরের কথাও আমরা স্মরণ করতে পারি।

মুক্তমনা সাংবাদিক-লেখকদের কোনো সরকারই—বিপ্লবী হোক কিংবা প্রতিবিপ্লবী, ডান হোক কিংবা বাম অথবা মধ্যপন্থা—স্বাধীনভাবে কথা বলতে দিতে চায় না। যে কারণে প্রথাবিরোধী লেখকদের কারাবরণ করতে হয়, এমনকি মৃত্যুদণ্ডের মতো চূড়ান্ত সাজাও ভোগ করতে হয়। এর বাইরেও তাদের নানাভাবে প্রতিহত করা হয়।

ইতিহাস থেকে আমরা দেখি, মলিয়েরের মতো বিখ্যাত নাট্যকারের মৃত্যুর পর শেষকৃত্য হয়নি। তাকে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সমাহিত করা হয় রাতের অন্ধকারে, তাও ব্যাপটাইজ না করা শিশুদের কবরস্থানে। কারণ তিনি সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানীদের বিদ্রূপ করেছেন। তথাকথিত ধার্মিকদের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করার জন্য তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছে চার্চ। তার নাটক প্রদর্শনীর ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পার্লামেন্ট। নীতিবাগীশদের অভিযোগেও নিষিদ্ধ হয়েছে তার নাটক।

তৃতীয় বিশ্বের মুক্তমনা লেখক-সাংবাদিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আফসোসের বিষয়, একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও আমাদের গণমাধ্যমের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি। যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে, তাদের প্রধান কাজ হয়েছে মুক্তমত ও বিরুদ্ধমতকে দমন করা। যেসব লেখক-সাংবাদিক দলীয় চিন্তার বাইরে গিয়ে, সরকারি সিদ্ধান্তের বিপরীতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছেন, ক্ষমতা কাঠামো ও প্রগতিবিরুদ্ধ ধ্যানধারণার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন, তাদেরই জেলে যেতে হয়েছে, অনেকে দেশান্তরি হয়েছেন, কাউকে কাউকে জীবন দিতে হয়েছে নির্মমভাবে।

অথচ, ইতিহাসে দেখা যাবে, প্রথাবিরুদ্ধ সত্যভাষী মানুষরাই—যাদের কারারুদ্ধ করা হয় বা করতে চায় শাসকগোষ্ঠী—তারাই পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের মুক্তির কথা বলেছেন। তাদের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে সর্বমানবিক রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী সমাজ কাঠামোর ধারণা। লেখক-সাংবাদিকদের কাজ সেই ঐতিহ্য ও দায়কে মাথায় রেখে কলম ধরা। তারা কোনো দলীয় কর্মী নন, তারা সর্বমানবিক, সর্বপ্রাণবিক মুক্তির কথা বলতে আসেন।

আমাদের দেশের বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাংবাদিক ও লেখকদের এই ভূমিকা আরও বেশি প্রত্যাশিত। তাই বর্তমান সংবাদকর্মী ও কলমযোদ্ধাদের বলতে চাই, রাষ্ট্রচেতনা আর জনচেতনা দিয়ে সমাজচেতনা বা শিল্পচেতনা গড়ে ওঠে না। বরঞ্চ এ দুটোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্যই টিকে আছে আমাদের গণমাধ্যম, আমাদের শিল্পসাহিত্য। একারণেই বলি, পপুলিস্ট কথা বলা সাংবাদিক-লেখকশিল্পীদের কাজ না। তারা রাজনীতিবিদের মতো নির্বাচনে দাঁড়াবেন না যে তাকে সাধু থেকে চোর সবার ভোট দরকার হবে। তারা পপুলার ধারণার বাইরে গিয়ে গ্রেটার ট্রুথের কথা বলবেন।

যে ন্যারেটিভকে গণমানুষ বিশ্বাস করে, বাস্তবতা বলে মেনে নেয়, সেই ন্যারেটিভ রাষ্ট্র তৈরি করে, সরকার তৈরি করে, নীতিবাগীশরা তৈরি করেন, ধর্ম তৈরি করে, জাতীয়তাবাদ তৈরি করে। তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে লেখক ও সংবাদকর্মীরা সত্যটা তুলে ধরবে। তারা হবেন আনবায়াসড ট্রুথ।

তবে যে রাষ্ট্র লেখক-সাংবাদিকদের মুক্তমত চর্চা ও প্রথাবিরুদ্ধ-চেতনাকে স্বাগত জানায়, সেই রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রগতিশীল সমাজ উপহার দেয়। যে সরকার সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার ভেতর দিয়ে মিডিয়ার সমালোচনা ও বিরুদ্ধ চেতনাকে মোকাবিলা করে, সেই সরকার একটি বহুত্ববাদী সমাজ গঠনে কাজ করে।

জনগণের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’। ন বছরে পদার্পণ করেছে পত্রিকাটি। নানা প্রতিকূলতার মধ্য থেকে জেলা শহর থেকে প্রকাশিত একটা পত্রিকার জন্য এটা একটা বড়ো ঘটনা। আমার প্রত্যাশা থাকবে জনগণের মুখপত্র হিসেবেই মেহেরপুর প্রতিদিন টিকে থাকবে, শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবে না। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা তাদের কষ্ট বেদনা, তাদের দুর্ভোগ দুর্দশা, তাদের যাপনের দ্রোহ সবকিছু ধারণ করে টিকে থাকুক

গাংনীতে প্রবাসীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সংবাদ প্রকাশে সাংবাদিকদের হুমকি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ করার পর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত পক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত জয় ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এ ঘটনায় জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্ত কিশোর গ্যাং লিডার জয়, তার বন্ধু জিতু ও তাদের সহযোগীরা সংবাদটি বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল থেকে মুছে ফেলার জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তারা নিউজ পোর্টালের কমেন্ট সেকশন এবং হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে সাংবাদিকদের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন গাংনীতে কর্মরত একাধিক সংবাদকর্মী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, হামলার ঘটনার পর কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশিত হলে অভিযুক্তরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এরপর জয় ও তার অনুসারীরা কয়েকজন সাংবাদিককে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। সংবাদ প্রকাশে ‘খারাপ পরিণতি’ ভোগ করতে হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক বলেন, ঘটনার সত্য তুলে ধরাই আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এখন উল্টো আমাদেরই হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে আমরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এদিকে, হামলায় আহত দৈনিক সময়ের চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক সুমন আলীর পরিবার এখনও আতঙ্কে রয়েছে। তাদের দাবি, অভিযুক্তরা এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, কোনো ঘটনার সংবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। এতে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, সাংবাদিকদের হুমকির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান সেলিমের মতবিনিময় ও ইফতার

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।
সোমবার বাদ আসর মুন্সিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেহালা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি তাহাজ উদ্দিন মাস্টার, দৈনিক মাথাভাঙ্গার বার্তা সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি ছড়াকার আহাদ আলী মোল্লা, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য রহমান মুকুল, সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, ফিরোজ ইফতেখার, তানভীর সোহেল, আতিক বিশ্বাস, দৈনিক মাথাভাঙ্গার শিফট ইনচার্জ আলম আশরাফ, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাহিদ হাসান, সহ-সভাপতি সোহেল হুদা ও আব্দুল্লাহ হক, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শাওন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক সাইফুল ও তানজিদ হিরো, সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জু আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রোকন, কোষাধ্যক্ষ শাহরিয়ার শরিফ, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক কাজী

সোহাগ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপন আলী, কার্যনির্বাহী সদস্য সেলিম রেজা, সালাউদ্দিন মুক্তার, কলিন মোর্শেদ, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসিরুল ইসলাম সেলিম বলেন, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আগামী দিনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তিনি। তিনি বলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে এ বৃহত্তর জনপদের মানুষের সেবা করতে চান।

তিনি আরও বলেন, অতীতে জেহালা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। আগামী দিনেও উপজেলাবাসীর সেবা করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যেতে চান।

এ সময় তিনি উপজেলাবাসীর দোয়া ও আশীর্বাদের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, নির্বাচনের দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকরা তার পাশে থাকবেন।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্তৃক ‘নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা’ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন হয় গত বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস অডিটরিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর সাহানোয়ার সাইদ শাহীন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের

সভাপতি অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হুসাইন মালিক, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

প্রশিক্ষণে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী দিনে ইউল্যাবের শিক্ষক ও সাংবাদিক নাজিয়া আফরিন মনামী নির্বাচনী সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনার মধ্যে ছিল নির্বাচনকালীন আচরণবিধি, সংবাদ সংগ্রহে নিরাপত্তা, ভুয়া তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ, রাজনৈতিক দলের সমান গুরুত্ব প্রদান এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দায়বদ্ধ প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষক ছিলেন, ঢাকা মেইলের নির্বাহী সম্পাদক হারুন জামিল।

প্রশিক্ষণ প্রদানকালে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির কারণে গুজব দ্রুত ছড়ায়। জনগণ সত্য জানতে গণমাধ্যমের দিকে তাকায়। এই আস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের প্রতিটি সংবাদ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা জরুরি। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সময়ে ভুল সংবাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চা করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে চাই। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিবেন এবং অনিয়ম বা জাল ভোটের ক্ষেত্রে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আরও বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুই দিনের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে পিআইবি’র পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী নির্বাচনকালীন প্রশিক্ষণ

আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনে রিপোর্টিং বিষয়ে চুয়াডাঙ্গায় দুইদিনব্যাপী নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার অর্ধশতাধিক সাংবাদিক।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে ( তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়) প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর পক্ষ থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

দুই দিনব্যাপী অর্থাৎ ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী এই প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন।

প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আযম।

প্রশিক্ষণে প্রথম পর্বে “জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এআই ভেরিফিকেশন টুলস এবং ইনফরমেশন ইন্টপগ্রিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সাংবাদিক ও ইউল্যাব এর নাজিয়া আফরিন মনামী। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পিআইবির প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ক সাহানোয়ার সাইদ শাহীন।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর মতবিনিময়

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। আলমডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা ১আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

গতকাল সকাল সাড়ে নয়টার দিকে আলমডাঙ্গা শহরের হ্যামলেট ক্যাফে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এ সময় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন।

এসময় তিনি নির্বাচিত হলে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নই তার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও আলমডাঙ্গা স্টেশনের ওভারব্রিজ নির্মান, মা ও শিশু হসপিটাল নির্মান, কৃষকদের বিনাসুদে ঋণ দেওয়াসহ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি এলাকার অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসন নির্বাচন বিভাগের পরিচালক শেখ নূর মোহাম্মদ হোসাইন টিপু, জেলা আইন আদালত সম্পাদক সাবেক নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান দারুস সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলী, উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিনসহ প্রমুখ।

সভা শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। নির্বাচনে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবাদিকদের সহোযোগিতা চাওয়ার পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।মতবিনিময় সভায় আলমডাঙ্গার ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বিভিন্ন সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় সাংবাদিকদের সঙ্গে জামায়াত প্রার্থীর মতবিনিময়

দামুড়হুদায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ প্রচারণার সূচনা উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী রুহুল আমীনের সঙ্গে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২টার সময় প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর রুহুল আমীন। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় রুহুল আমীন বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির বিষয়ে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের কল্যাণে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জীবননগরে স্থলবন্দর বাস্তবায়ন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে তিনি কাজ করতে চান।

তিনি আরও বলেন, জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে নির্বাচনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান। নির্বাচিত হলে তিনি এলাকার শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নৈতিকতা ও সামাজিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলেও জানান। পাশাপাশি দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকরা বিভিন্ন সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়, নির্বাচনী পরিবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করেন। এ সময় প্রার্থী রুহুল আমীন সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন সূরা সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাবেক জেলা আমীর আনারুল হক মানিক, জেলা নায়েবে আমীর আজিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদদৌলা টিটন, সহকারী সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম জিয়া, সদর ইউনিয়ন আমীর আবুল কাশেম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।